০১-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে বাবা এসেছেন, সুতরাং তাঁকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তাঁর শ্রীমত্ অনুসরণ করো আর এই একের প্রতিই প্রকৃত প্রীতি রাখো ।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাদের কি কি লক্ষণ থাকবে ?

উত্তর :- বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকলে একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করবে, ওঁনার মতেই চলবে। মন্সা-বাচা-কর্মণা কোনো ভাবেই কাউকে দুঃখ দেবে না । কারও প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না । নিজের দৈনন্দিন কর্ম তত্পরতার বিবরণ লিখে বাবাকে জানাবে । অসৎ সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখবে ।

গান :- ধৈর্য্য ধরো হে মন, তোমার সুখময় দিন সমাগত

ওম্ শান্তি । ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্য থাকবে কেননা একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাদের পুরুষার্থের নম্বর ক্রমানুসারে । সবাই একরকমভাবে তাঁকে ভালবাসতে পারেনা। যেমন, বাবা, মাম্মা আর বাচ্চারা নিজের অনুভব শুনিয়ে থাকেন । তারা বলে আমি আত্মা । বাবা আবার আমি পরমাত্মা বলবেন । আমি আত্মা বলে, আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করি কারণ, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্যে অনেক দুঃখ দেখেছি। এমন নয় যে শুরু থেকেই সেখানে দুঃখ ছিল । না । রাবণ রাজ্যে দুঃখ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সময় কলা কম হতে থাকে । আমি আত্মাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, প্রথমে তোমরা অব্যাভিচারী ভক্তিতে থেকে কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে । তারপর তোমরা ব্যভিচারী রজোগুণী ভক্তিতে চলে গেছ । এখন ভক্তি তমোগুণী হয়ে গেছে, মানুষের সামনে যেই আসুক, তাকেই পূজো করতে থাকে, একে বলে ভূত পূজা, কেননা শরীর হলো পাঁচ তত্ত্বের তৈরী । তারা যখন বিশেষ কাউকে বলে, ইনি ওমুক স্বামীজি (গুরু), তখন কেবল পাঁচ তত্ত্বের তৈরী শরীর দেখেই তা' বলে। তারা তার চরণে পড়ে । এই হলো তমোপ্রধান ভক্তি । এখন আমরা আত্মারা জানি যে পরমপিতা পরমাত্মা আবার এসেছেন আমাদের তাঁর বর্সা (অধিকার) দেওয়ার জন্য, এইজন্যই যতটা সম্ভব ওঁনাকে স্মরণ করো। ওঁনার নির্দেশ হলো, নিরন্তর কেবল আমাকে স্মরণ করো । দেহী অভিমানী হও অথবা আত্ম অভিমানী হও । বাবা বলেন, তিনি কিভাবে বারংবার পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । তিনিবলেন, বাবা, তুমি আমাকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছ । বাবাকে আমি ভালোবাসি । অন্যান্যদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, তারা তাদের সম্পূর্ণ বর্সা(অধিকার) লাভ করতে পারেনা । লৌকিক বাচ্চারাও তাদের বাবাকে ভালোবাসে । যখন তারা তাদের বাবার মত অনুযায়ী চলে তাদের বাবা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে । কিন্তু বাচ্চারা মত অনুযায়ী না চললে, তাদের বাবা অসন্তুষ্ট হয় । যারা মত অনুযায়ী চলেনা তাদের কুপুত্র বলা হয়ে থাকে । তাইতো বেহদের বাবাও বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে । তোমরা এখন আমার হয়েছ, তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পাপকর্ম করবে না । কখনো শ্রীমত অমান্য করবে না । বাবা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য রূপে তৈরি করছেন । তাহলে, বাবার প্রতি তোমাদের কত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ! তাঁর মতানুসারী না হলে যে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । যদিও আমরা এখানে পতিতকে ভ্রষ্ট বলি, কিন্তু ওখানে কম পদপ্রাপ্তকারীকে ভ্রষ্ট বলা হয়ে থাকে । বাবা

বলেন, তোমরা আমাকে প্রকৃত ভালবেসো । যেমন স্ত্রী পতিকে স্মরণ করে তেমনই ভাবে তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমার শ্রীমতে চলো । মন্সা, বাচা, কর্মণায় কোনওভাবে কাউকে দুঃখ দিও না । মনের মধ্যে কারও জন্য ঘৃণা পোষণ ক'রো না ।প্রত্যেক আত্মা নিজে নিজ পার্ট অভিনয় করে চলেছে । তোমরা জানো যে এখনকার এই জন্ম, ভবিষ্যত জন্মের থেকে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ । এখানে আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি । সত্যযুগে দৈবী সন্তান হবো । এখানকার মহিমা অনেক বেশী । জগদম্বার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । লক্ষীর থেকে তোমাদের কিসের প্রাপ্তি হয় ? এই সব কথাগুলো নতুন কেউ বুঝতে পারবে না । অনেকেই তো আসে, কিন্তু তাদের নিশ্চয় থাকেনা ব'লে, এখানে থাকতে পারে না । বাবা , মাম্মা এবং বাচ্চাদের মিত্র-সম্বন্ধীরা এলে, বা অফিসাররা এলেও তাদের আসতে অ্যালাউ করা হয়, যদি তির (জ্ঞানের তির) বিদ্ধ হয়ে এই গরীব অসহায়দের কারও কল্যাণ হয়ে যায় ! তোমরা তৎক্ষণাৎ জেনে যাবে তারা ঈশ্বরবংশী নাকি অসুরবংশী । তারা বাবাকে ভালোবাসতে পারবে কি পারবে না ! এখানে অনেকেই আসে, তারা ঠিকও থাকে কিন্তু তারপর বাইরে বেরিয়ে কুসঙ্গে থেকে অথবা মায়ার সঙ্গে থেকে বিকারী হয়ে যায় । তারপর তারা লেখে, আমরা পরাজিত হয়েছি । যাই হোক, যদি তারা এই সম্পর্কে বাবাকে না বলে তাহলে এইসব ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে । তোমাদের এখন প্রীতির বুদ্ধি — বাবার প্রতি । তবে হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যেও নম্বরবার পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীত বুদ্ধি হয় । বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের বোঝান যে, কখনো কোনো বিকর্ম কোরো না, শ্রীমত অনুসরণ করো। যখন বাবার হয়েছ, তখন তোমাদের সমস্ত কর্ম সেই রকম হওয়া উচিত্ । বাবাকে সবকিছু জানাতে হবে । বাবা তোমাদের মুক্তি, জীবনমুক্তি, বিশ্বের বাদশাহী পর্যন্ত দেন অথচ তিনি জানেননা বাচ্চাদের কাছে কি আছে ! বাবার কাছে তোমাদের সারাদিনের কর্মসূচী(পোতামল) পাঠানো উচিত । আমাকে সেইসব দিলে তোমাদের কিছুমাত্র লোকসান হবে না । তারা তো টাকা পয়সা ইত্যাদি তাদের নিজেদের কাজের জন্য নিয়ে নেয়, কিন্তু আমি নিরাকার । বাচ্চারা তোমাদের কাজের জন্যই আমি সবকিছু করি । গাঁধীজী দেশের জন্য সবকিছু করেছিলেন, এই কারণে তাঁর নামও উজ্জ্বল হয়েছিল । প্রকৃতার্থে গাঁধীজী কংগ্রেস দল স্থাপনা করেছিলেন । নাহলে এখানে তো রাজাদের রাজত্ব ছিল । এখন বাবা আবারও একবার নতুন রাজধানী, রামরাজ্য স্থাপন করতে এসেছেন ; এই কথাগুলো সব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে না, যদি বুদ্ধিতে বসত তবে খুশির পারা অনেক উঁচুতে থাকত এবং নিরন্তর বাবার সাথে তাদের যোগ অব্যাহত থাকত । বাবা বলেন, পরমধাম.নিবাসী বাবাকে স্মরণ করো, যেখানে তোমাদের যেতে হবে । এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । ড্রামা তো কেউ জানে না । আর না আমার সাথে কারও প্রীতি ভালোবাসা আছে । তারা বলে, আমরা পরম্পরায় গঙ্গা স্নান করে আসছি । তারা কি সত্যযুগেও স্নান করত ? পরম্পরার অর্থও তারা বোঝে না । বাবা বলেন, তোমাদের সুখের দিন সমাগত । তোমাদের বুদ্ধিতে ধৈর্য্য আছে । কেউ কেউ কোনকিছুই বুঝতে পারেনা । এখান থেকে শিখে তারা যখন বাইরে যায় তখন মায়া সব গিলে নেয় । যেমন পিঁপড়েরা মাছি মরে গেলে তার সবটা খেয়ে নেয় । এখানেও মৃত্যুর পরে পিঁপড়ে সব গিলে নেয় ।মায়া খুব শক্তিশালী, কিছুমাত্র কম নয় । এটা একটা বিশাল যুদ্ধ । এখানে থাকা সত্ত্বেও ক্লাসে না আসলে বুঝতে হবে যে তুমি স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে না । তোমার কোনও মূল্য থাকবে না । তোমরা যারা হীরেসম তৈরি হও, তারাই মূল্যবান । তোমরা জানো, আমরা ওয়ার্থ এ পাউন্ড তৈরি হচ্ছি । একই বাড়ীতে হাঁস আর বক থাকলে অবশ্যই সঙ্ঘাত লাগবে । এখানে তোমরা বকেদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারো । কালিমালিপ্ত হাতে তোমরা খেতে পারবে না । যাই হোক, কোনও কোনও বাচ্চার বাবার প্রতি সেইরকম ভালোবাসা থাকেনা, এই

কারণে তারা ভাবে, পেট কি করে ভরবে । আরে ! ভীল প্রজাতিরা কোথা থেকে খায় । আজকাল তো কেউ গেরুয়া পোষাক পরে নিলেই এমনিতেই নিরন্তর সবকিছু পেয়ে যায় আর সবাই এসে তাদের সামনে নতজানু হয় । যে কেউই সেখানে যাক, মূর্তির সামনে পয়সা রেখে দেয়, তাদের জন্য এটা খুবই সহজ পন্থা । এই দুনিয়া এমনই ! বাচ্চাদের এই ব্যাপারে খেয়াল ও সতর্ক থাকতে হবে, এই দুনিয়া বিনাশ হয়ে গেলে স্বর্গে যেতে পারবে, কিন্তু তার জন্য সুযোগ্য হতে হবে, তোমাদের পদাধিকার লাভ করতে হবে, তাই না ! সেখানেও পজিশনের তারতম্য থাকে । তোমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি এক এবং একমাত্র । কেউ রাজা রানী, কেউ দাস-দাসী এবং অন্যান্যরা ধনবান প্রজা হয় । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । অন্যান্য ধর্মস্থাপকেরা রাজত্ব স্থাপনা করে না, এইজন্য বাবা তোমাদের সবসময় সাবধানে থাকতে বলেন । বিনাশ কালে অবশ্যই তোমাদের প্রীতবুদ্ধির প্রয়োজন । বাবার প্রতি তোমাদের যত ভালোবাসা থাকবে ততই বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে । কিভাবে বাবাকে স্মরণ করবে তাও তোমাদের শেখানো হয়। বাবা বলে দেন, কিভাবে তোমরা বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করবে । স্বদর্শন চক্র ঘোরাও । আমরা লাইট হাউস, কাণ্ডারী আমাদের জীবন রূপী নৌকা পারে নিয়ে যান । *এক চোখে শান্তিধাম আরেক চোখে সুখধাম রাখো* । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ, আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট দেখাকালীন, কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয় । মন্সা- বাচা- কর্মণায় কোনোভাবে কাউকেই দুঃখ দিও না ।

২) বাবাকে নিজের পুরো দিনচর্যা (পোতামল) দিতে হবে । বিনাশ কালে প্রীতবুদ্ধির হতে হবে । শ্রীমত অনুসরণ করে নিজের চাল চলন শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে । কুসঙ্গ থেকে সতর্ক থাকতে হবে ।

*বরদান :- মন্সা- বাচা- কর্মণা আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণার দ্বারা পরমপূজ্য আত্মা ভব

পবিত্রতা কেবল ব্রহ্মচর্য নয় বরং মন্সা সংকল্পে কারোর প্রতি নেগেটিভ সংকল্প না থাকা, বচনে তেমন কোনো শব্দ না বেরোনো, সম্বন্ধ- সম্পর্ক সবার সাথে ভালো হতে হবে, যখন কারও মধ্যে সামান্যতমও অপবিত্রতা থাকবেনা তখনই তোমাকে পূজ্য আত্মা বলা যাবে । সুতরাং, পবিত্রতার ফাউন্ডেশন চেক করো । সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে, আমি পরম পবিত্র পূজ্য আত্মা এই শরীররূপী মন্দিরে বিরাজমান, তাহলে কোনও ব্যর্থ সংকল্প এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না ।

স্লোগান :- নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট ভাবে দেখার বা জানার জন্য সম্পূর্ণতার স্থিতিতে স্থিত থাকো ।

(সাকার মুরলী থেকে গীতার ভগবানের প্রমাণ সাপেক্ষে পয়েন্টস)

১) ভগবান কল্প পূর্বেও বলেছিলেন যে, এখনও বলছেন, *বহু জন্মের অন্তে এনার মধ্যে প্রবেশ করি এবং এই তনের আধার নিই। এও সেই গীতাতেই বলা আছে— আমি অনেক জন্মের অন্তে সাধারণ বৃদ্ধ তনুতে প্রবেশ করি । সেই তনু তো এই ব্রহ্মারই* ।

২) *গীতার ভগবানের নলেজ পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য প্রাপ্ত হয়, গীতাই ধর্ম স্থাপনার শাস্ত্র, আর অন্য কোনো শাস্ত্র ধর্ম স্থাপনার্থে হয় না*। সর্ব শাস্ত্র মধ্যে গীতা হলো শাস্ত্র শিরোমণি। বাদবাকি সব ধর্ম পরে আসে, তাদের শিরোমণি বলা যাবে না ।

৩) একমাত্র বাবাই হলেন বৃক্ষপতি, উনি পতিও আবার সবার পিতাও । তাঁকে সকল পতিরও পতি, পিতারও পিতা বলা হয়ে থাকে। এই মহিমা একমাত্র নিরাকারের জন্য গাওয়া হয়েছে । কৃষ্ণের আর নিরাকার বাবার মহিমার উপমা দেওয়া হয় । *শ্রীকৃষ্ণ হলেন নতুন দুনিয়ার প্রিন্স, তবে তিনি পুরানো দুনিয়ায় সঙ্গমযুগে রাজযোগ কিভাবে শেখাবেন* !

৪) *বেহদের বাবা জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, তিনিই গীতার ভগবান । তিনিই জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপন কার্য সম্পন্ন করান*, এতে যোগবলের খুব প্রভাব থাকে । ভারতের প্রাচীন যোগ খুব প্রসিদ্ধ ।

৫) জ্ঞান একমাত্র বাবার (পরমাত্মা) কাছেই আছে। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা নতুন জন্ম নাও এই জন্য গীতাকে মাতা বলা হয়ে থাকে, যখন মা আছেন তখন তো পিতাও নিশ্চয়ই থাকবেন । *তোমরা শিববাবার সন্তান, আর উনি পিতা, গীতা মা । গীতার জ্ঞান হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য* ।

৬) *তাহলে গীতার ভগবান কে* ? যদি কৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে তো ওনাকে স্মরণ করা খুবই সহজ । উনি তো সাকার রূপে আছেন। *নিরাকার বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । শ্রীকৃষ্ণ তো বলতে পারবেন না, মনমনাভব, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো* । তাহলে এবার বলো গীতার ভগবান কে ?

৭) সমগ্র দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধিতে আছে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ । কিন্তু *কৃষ্ণ কিভাবে বলবেন, আমি কে , আমি কি, তা' কোটির মধ্যে কিছু, কিছুর মধ্যেও আবার কিছু সংখ্যকই, আমাকে জানতে পারে* । কৃষ্ণকে সবাই জানতে পারবে । *একমাত্র নিরাকার বাবাই এই কথা বলতে পারেন* ।

৮) *এমনও না যে ভগবান কৃষ্ণতনের আধার নিয়ে বলেন । না । কৃষ্ণের আবির্ভাব তো সত্যযুগে*। ওখানে ভগবান কেমন করে আসবেন ? ভগবান তো আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে , যখন নাকি কলিযুগ পরিবর্তিত হয়ে সত্যযুগ হবে ।

৯) তোমাদের কাছে অনেকের লেখা আছে যে গীতার ভগবান কে ? ওপরে লেখা থাকে যে উচ্চ হতেও উচ্চ সর্বোচ্চ হলেন বাবা(পরমাত্মা) । কৃষ্ণ তো উচ্চ থেকেও উচ্চ নন । উনি কখনো বলতে পারেন না যে *দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ভুলে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। এই মহাবাক্য এক এবং একমাত্র ভগবানের* ।

১০) এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করছ । তোমরা ঈশ্বরীয় ঘরানার বা ঈশ্বরীয় কুলের । ঈশ্বর এসে এখন দৈবী ঘরানার স্থাপনা করছেন । দেবী দেবতা ধর্ম পুনরায় স্থাপন হচ্ছে । যেখানে সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী রাজধানী বিদ্যমান । *গীতা থেকে ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানা তৈরি হয় । যদি দ্বাপরে গীতা শোনানো হয়ে থাকে তাহলে তারপরে ব্রাহ্মণ কুল অথবা সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী কুলের আসা উচিত* ।

১১) মানুষ বোঝে যে খুব বড় প্রলয় হবে । তারপর সাগরে অশ্বত্থ পাতায় ভাসতে ভাসতে কৃষ্ণ আসবেন । আরে! *অশ্বত্থ পাতায় সাগরে ভেসে কোনো মানুষ কেমন করে আসবে ! এটা তো গর্ভ মহলের কথা, গর্ভ মহলে সর্ব প্রথম শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অবতরিত হয় । ওনার জন্ম হয়েছে যোগবলের দ্বারা, এই জন্য ওনাকে বৈকুন্ঠনাথও বলা হয়* ।

১২) *ভগবানুবাচ , আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাই । তাহলে তো প্রথমে নিশ্চয়ই কৃষ্ণই প্রিন্স হবেন । এছাড়া এমন কোন কথা নেই যা কৃষ্ণ ভগবানুবাচ* । কৃষ্ণ তো এই অধ্যয়নের (রাজযোগের) এইম অবজেক্ট, এটা হলো পাঠশালা ।